দৈনিক ইত্তেফাক

03 MAR 2017

ভাটায় পুড়ছে ইট, ধোঁয়ায় স্বাস্থ্যঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরা

কমলগঞ্জে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে ইটভাটা

■ **নূরুল মোহাইমীন মিল্টন, কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার)**

মৌলভীবাজারের কৃষি ও বনাঞ্চল অধ্যুষিত কমলগঞ্জে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে, বনায়ন সংলগ্ন ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা ও কৃষিজমির উপর যত্রতত্র গড়ে উঠেছে ইটের ভাটা। ইটভাটার করাল গ্রাসের মুখে পড়েছে ছয়টি বিদ্যালয়ের কয়েক হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থী। ভাটার তপ্ত আগুনে পুড়ছে উর্বর মাটি। ইট ভাটার ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিদ্যালয় ঘেঁষা স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলা সদরে কমলগঞ্জ বহুমুখী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় ও কমলগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি ঘেঁষা কৃষিজমির উপর একটি ইটভাটা, জালালিয়া এলাকায় বেগম জেবুন্নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানার দু'পাশ ঘেঁষে কৃষিজমির উপর একটি ইটভাটা ও মুন্সীবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালিপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয় এবং সাজেদা বারি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের পার্শ্ববর্তী কৃষিজমির উপর রয়েছে বিশালাকৃতির ইটভাটা। এছাড়াও উপজেলার ফসলি জমিতে রয়েছে আরো ১১টি ইটভাটা। বিদ্যালয় ঘেঁষা ইটভাটা সমূহের প্রায় ১০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী ছাড়াও হাটবাজার, লোকালয়ের কয়েক হাজার বাসিন্দা ইটভাটার ধোঁয়ার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় সচেতন মহলে রয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায়ও বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ইট পুড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাহাড়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং লোকালয় থেকে ৩ কি.মি. দূরত্বের মধ্যে কোনো ইটভাটা নির্মাণ করা যাবে না। এছাড়াও কৃষিজমিতে ইটভাটা তৈরির আইনগত নিষেধ থাকলেও কৃষিজমি, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন স্থানে অপরিকল্পিতভাবে এসব ইট ভাটা স্থাপন করা হয়েছে। ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে রয়েছে বিদ্যালয়ের প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী। ইটভাটায় ফসলি জমির উর্বর মাটি পুড়ছে। নষ্ট হচ্ছে রাস্তাঘাট। জমির উর্বর মাটি ও গাছ গাছালি এসব ইটের ভাটায় চলে যাওয়ায় ফসল ফলানো কৃষি জমির উর্বরাশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে। কৃষিজমির উর্বর মাটি এনে এসব ইটভাটায় তৈরি করা হচ্ছে ইট। গ্রামের দরিদ্র কৃষক অর্থাভাবে আবার কেউ কেউ সচেতনতার অভাবে ফসলি জমির উর্বর মাটি ইটভাটায় বিক্রি করছেন। ফলে বিষাক্ত ধোঁয়ায় বিপর্যস্ত হচ্ছে পরিবেশ।

কমলগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হুমায়ুন কবির, কমলগঞ্জ বহুমুখী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রনেন্দ্র কুমার দেবসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও স্থানীয় সচেতন মহল বলেন, বিদ্যালয়ের একেবারে সন্নিকটে ইটভাটা থাকায় শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতির কারণ রয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে উপজেলা পরিষদের গত আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় আলোচনা হয়েছে।